[redacted] [redacted] – [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] – [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

হুঙ্কার সেই করে নিজের স্বার্থে
রাজ্যে যেন হুঙ্কারে তার অধীনে আসে
হুঙ্কার করে জয়ের পতাকা উড়ায়
নিজের প্রয়োজনে কখনো ধর্মকে ব্যবহার করে।

হুঙ্কার সেই করে এক নিরিহ প্রাণী
যাহা বাড়ির চারপাশে ঘুরাঘুরি করে
হুঙ্কার সেই করে শূন্য পাত্রে জলের মতো নড়ে
হুঙ্কার সেই করে চতুর্দিকে ক্ষুধার্ত বলে
নিরীহ প্রাণী খাবারে চারপাশে ঘুর ঘুর করে।

শীত পড়েছে – গাঁয়ে মজনু মিয়া

কুয়াশার ঐ সাদা ধোঁয়া
একটু ফাঁকায় দেখি,
দূরে কোথাও যায় না দেখা
কি হলো বা সে কি!

শিশু কিশোর আগুন নিয়ে
করে টানাটানি,
গায়ের জামা খোঁজে রোজই চোখেও ঝরে পানি।

উঠতে চায় না ভোর বেলাতে কম্বল টেনে আনে,
গাঁয়ে এখন শীত পড়েছে বুঝলাম যে তার মানে।

গানের লজ্জা – মোঃ এনামুল হক

ভেড়ার মতো কন্ঠ আমার
বাংলা গান গাই।
গিটার হাতে সুর ধরি
গানেতে প্রাণ নাই ।

কোথায় গেল আব্বাসউদ্দীন
ভাটিয়ালি গান,
হাসান রাজা বাউল করিম হয় অপমান।

আলীমের ঐ পল্লীগীতি
হৃদয় হরণ সুর,
গেয়ে গান ভাটিয়ালি
মাঝি যেতো দূর।

বয়াতির ঐ গান শুনে
সবাই মিলে নাচে,
জারি সারি পালা গানে
বুঝের কথা আছে।

কি গান শুনবো এখন
গানে মান নাই ,
বর্তমানের গান শুনে
আমরা লজ্জা পাই।

মানুষ বলি কারে! – শফিকুল ইসলাম

এই কথাটি নিত্যদিন ভাবিয়ে আমায় মারে
মনুষ্য এই সমাজে মানুষ বলি আজ কারে!

□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□?
□□□□□-□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□!

□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□! □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□-□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□;
□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□-□□□□□□
□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□-□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□
□□□□□-□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□;
□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□-□□□□□□ □ □□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ – □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□-□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□,
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□□□ □□?
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□-□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□

জীবনকে উপভোগ্য মনে করে ,
চলবে যারা এই জগতে
জীবন্মৃত বেশে বিচরণ করে বেড়াবে
নিজ স্বার্থের অঙ্গীকারে।
এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি
মানুষের অন্তঃকোণে দুঃখ
সাগরের আয়না থাকা উচিত।
দুঃখেই পাওয়া যায় বাস্তবতার সন্ধান ,
সুখেই ভুলে যায় চেতনার সন্ধান।
দৌর্মনস্যের সাগরে নিমগ্ন হলে ,
পাবে তুমি সকল প্রশ্নের উত্তর , ,
সব ভাব যায় না উন্মোচন করা ,
কিছু ভাব রয়ে যায়
শব্দযাদুর পাতায় ।

আবদুল গাফফার চৌধুরী

১২ ডিসেম্বর , ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল গাফফার চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা হাজি ওয়াহিদ রেজা চৌধুরী ও মা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন। তিন ভাই , পাঁচ বোনের মধ্যে বড় ভাই হোসেন রেজা চৌধুরী ও ছোট ভাই আলী রেজা চৌধুরী। বোনেরা হলেন মানিক বিবি , লাইলী খাতুন , সালেহা খাতুন , ফজিলা বেগম ও মাসুমা বেগম। তিনি বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী।
আবদুল গাফফার চৌধুরী উলানিয়া জুনিয়র মাদরাসায় ক্লাস সিক্স পর্যন্ত লেখাপড়া করে হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বিএ অনার্স পাস করেন। ১৯৪৬ সালে তার পিতার মৃত্যুর পর তাকে চলে আসতে হয় বরিশাল শহরে। ভর্তি হন আসমত আলী খান ইনস্টিটিউটে। সেসময়ে আর্থিক অনটনের শিকার হয়ে উপার্জনের পথ খুঁজতে থাকেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কংগ্রেস নেতা দুর্গা মোহন সেন সম্পাদিত ‘কংগ্রেস হিতৈষী ’ পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। বরিশাল শহরে তিনি কিছুদিন একটি মার্কসবাদী দল আরএসপি ’র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ছাত্র জীবনেই তার

সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে সওগাত পত্রিকায় তার প্রথম গল্প ছাপা হয়। বরিশালের সন্তান শামসুদ্দীন আবুল কালামের লেখা তখন কলকাতার প্রধান পত্রিকাগুলোতে ছাপা হতো।
বাংলাদেশের প্রধান পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের শীর্ষ দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত আবদুল গাফফার চৌধুরীর রাজনীতি, সমসামযয়িক ঘটনা ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী নিয়ে লেখা কলাম অত্যন্ত জনপ্রিয়।[২] বাংলাদেশে তিনি আওয়ামী লীগ পন্থী কলামিস্ট হিসাবে পরিচিত এবং সমালোচিত। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ প্রচারক হিসাবে তিনি রাজনৈতিক বিষয়াবলী ব্যাখ্যা করে থাকেন। গ্রন্থতালিকা:- চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০), নাম না জানা, ভোর (১৯৬২), নীল যমুনা (১৯৬৪), শেষ রজনীর চাঁদ (১৯৬৭), কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫৯), সম্রাটের ছবি (১৯৫৯), সুন্দও, হে সুন্দর (১৯৬০), ডানপিটে শওকত (১৯৫৩)
সম্পাদনা গ্রন্থ: বাংলাদেশ কথা কয় (১৯৭২); তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭), একুশে পদক, ইউনেস্কো পুরস্কারসহ (১৯৬৩) অসংখ্য পদক লাভ করেন।

প্রেম হয়েছে শ্যামের – অভি দে শিবা

কৃষ্ণ রাজায় বংশী বাজায়
কদম ডালে বসে,,
রাধা রাণী মন মোহিনী
নৃত্য করে রসে।

বংশীর সুরে নন্দপুরে ময়ূর পেখম মেলে,,
ধন্য সে হয় থাকেনা ভয় কৃষ্ণ ঠাকুর পেলে।

কলসি কাঁখে নদীর বাঁকে রাধা ছুটে আসে,,

সখী-গনে দেয় পাহারা
শ্যাম যে মুচকি হাসে।

কদম ডালে বসে কানাই
ডাকে রাধে রাধে,,
রাধা রাণী মন-মোহিনী
পড়ে প্রেমের ফাঁদে।

বৃন্দাবনে সবার মনে
জোয়ার আসে প্রেমের,
রাস-লীলাতে মাতলো সবাই
প্রেম হয়েছে শ্যামের।।

মিনতিটুকু রাখো – শফিকুল ইসলাম

নষ্ট জীবনের কষ্ট আর সইব কত!
ব্যর্থ জীবনের আখ্যান আর কইব কত!
যা চাইলাম সারাজীবন পেলাম কই
এক নদী দুঃখ নিয়ে পাড়ে বসে রই।

জীবনের সূর্য পশ্চিমেতে পড়ছে ঢলে তবুও তুমি এলে না, আসবে বলে। জীবনে চলার পথে বাঁকে বাঁকে
কত স্মৃতি অনাদরে পড়ে থাকে।
কত চাওয়া অপূর্ণ রয়েই যায়
জীবন জীবনের নিয়মে বয়েই যায়।

অগ্নিশিখায় পাগলপ্রায় পতঙ্গের মতো লাফালাম না-ভেবে সাত-পাঁচ অবিরত তোমায় পাবার আশায় মাতাল দেহ-মন পুড়ে অঙ্গার হলো সোনার জীবন।

সোনালি দিনের সোনালি স্বপ্ন যত
রাগ-অভিমান প্রেম-ভালোবাসা কত!
বড্ড বেশি মনে পড়ে বেলাশেষে
আরও বেশি আপন হয়ে কাছে আসে।
শেষবারের মতো আঁখি বুজার আগে
তোমার মুখটা দেখতে বড়ো সাধ জাগে!

শিশির কণা – ওসমান গণি

শীত সকালে ঘাসের পাতায়
ফোঁটা ফোঁটা জল,
কিচিরমিচির মিষ্টি সুরে
ডাকছে পাখির দল।

শিশির কণা গড়িয়ে পড়ে
একটু ছোঁয়া পেলে,
ঘাস ফড়িং উড়ে বেড়ায়
রঙিন পাখা মেলে।

মিষ্টি মাখা শিশির বৃষ্টি ভেজা ফুলের ঘ্রাণ,
শীত সকালে শিশির কণা জুড়ায় মন প্রাণ।